কালের কণ্ঠ

তারিখ 09-MAR-2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পেট্রলবোমার নাশকতা

চার ছাত্রীর জীবনে অনিশ্চয়তা, শঙ্কা

এস এম আজাদ ▷

- বেঁচে থাকলেও লেখাপড়া আর ভবিষ্যৎ নিয়ে উৎকণ্ঠা স্বজনদের
- কারো ফাইনাল পরীক্ষা, কারো ভর্তি পরীক্ষা। কিন্তু অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে

মুখে দগদগে ঘা। হাত, বুকসহ শরীরের অনেকটা অংশ ব্যান্ডেজে মোড়ানো। 'ও মা। উউফ, পারছি না! আ...।' নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্রের (আইসিইউ) শয্যায় শুয়ে এমনভাবেই কাতরাচ্ছে টুম্পা। চোখের সামনে মেয়ের এ করুণ আর্তনাদ দেখে নীরবেই চোখের পানি ফেলছেন তাঁর মা জিনাত রেহানা। 'আমার মেয়েটার সুন্দর চুল ছিল। বাঁচা থাকলেও জানি না চেহারাটার কী হবে? মেয়েটা আমার দিন-রাত কাঁদছে। ভবিষ্যতের চিন্তা করে বলছে, 'মা, তুমি আমাকে সারা জীবন তোমার কাছে রেখে দিও।' বোন আমেনা আক্তারকে জড়িয়ে কাঁদছিলেন জিনাত। তাঁর মেয়ে রাভিনা করিম টুম্পা (২২) রাজধানীর মহাখালীর টিঅ্যান্ডটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ব্যবস্থাপনা বিষয়ের অনার্স প্রথম বর্ষের ছাত্রী। গত ১ মার্চ বনশ্রী এলাকায় বাসে পেট্রলবোমার আগুনে পুড়েছেন টুম্পা। শ্বাসনালিসহ শরীরের ১৮ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে তাঁর।

টুম্পার সঙ্গেই পুড়েছেন তাঁর খালাতো বোন হাকিমা শিকদার কুন্তলা (২৪)। আগুনে ঝলসে গেছে কুন্তলার মুখমণ্ডল, হাতসহ শরীরের ১০ শতাংশ। তিনি অতীশ দীপঙ্কর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিষয়ে অনার্স চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষা দিয়েছেন। তাঁর আইনজীবী হওয়ার স্বপ্ন আর সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ার সম্ভাবনা এক অনিশ্চয়তার চাদরে ঢেকে গেছে। মেধাবী ছাত্রী শারমিন সুলতানাও (১৯) কাতরাচ্ছেন হাসপাতালের বিছানায়। রাজধানীর মহানগর মহিলা কলেজ থেকে

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১